মুখে সাধুর নিন্দা শ্রবণ করাও নিন্দা করার মত অপরাধ জনক। তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ১০।৭৪।২৬ শ্লোক যথা—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ॥

শ্রীভগবানের এবং ভগবানের ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে জন সে স্থান হইতে চলিয়া না যায়, সে জন পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অধঃপতিত হয়। সেই স্থান ত্যাগ করাটি কিন্তু প্রতিকারে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বুঝিতে হইবে। যে জন সমর্থ, সে জন নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিবে। তাহাতেও যদি অসমর্থ হয়, তবে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। চতুর্থ স্কন্ধে ৪।৪।১৭ শ্লোকে দেবী শ্রীদাক্ষায়ণী মহতের নিন্দা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্তের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারেই দেখা যায়।

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভি র্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
চ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥

ধর্ম্মরক্ষক মহাপুরুষকে নিরঙ্কুশ মানুষ যদি নিন্দা করে, তবে যদি নিজে মরিতে অথবা নিন্দাকারীকে মারিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে দুই কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই রুক্ষ বচন যে রসনা হইতে বাহির হয়, অসৎ-এর সেই জিহ্বাকে কাটিয়া ফেলিবে। যদি তাহাতেও অসমর্থ হয়, তবে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত সাধুনিন্দা-শ্রবণকারীর কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের নামরূপ প্রভৃতি পৃথক মনে করা অপরাধ; এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। এ বিষয়ে শ্রীগীতাতেও শোনা যায়—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥

হে অর্জ্জুন! যে সকল বস্তু বিভূতিযুক্ত অথবা প্রভাবযুক্ত দেখিবে, তাহা আমার প্রভাবের অংশ সম্ভূত বলিয়া বুঝিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৮।৩৭ শ্লোকেও শ্রীবলদেবচন্দ্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মা, মহাদেব, লক্ষ্মী এবং আমিও যাঁহার অংশের অংশস্বরূপ হইয়া যাঁহার চরণপঙ্কজরজ মস্তকে বহন করি, এই দুষ্টমতি কৌরবগণ বলে কিনা—এই শ্রীকৃষ্ণ নৃপাসনের যোগ্য নহে!